বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-২০১৮ খ্রিঃ

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

প্রারম্ভিক কথা

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত হাওর জেলাগুলো উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে পিছিয়ে আছে। উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে দেশের সকল অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। এ লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে ''বাংলাদেশ হাওর উন্নয়ন বোর্ড'' গঠনের নির্দেশ দেন। তৎকালীন সরকার ১৯৭৭ সালে এ বোর্ড গঠন করলেও ১৯৮২ সালে তা বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভিপ্রায় অনুযায়ী ১১ সেপ্টম্বর ২০০০ সালে একটি রিজুলিউশনের মাধ্যমে ''বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড'' গঠন করা হয়। এ বোর্ডকে আরও গতিশীল এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১৭ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ বোর্ডকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধামেন্মর প্রেক্ষিতে ২৪ জুলাই, ২০১৬ তারিখে ''বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর'' প্রতিষ্ঠার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। যা ২৫ আগষ্ট ২০১৬ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রধান কার্যালয়ের জন্য রাজস্বখাতে ৭৩ এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য ৪৫ মোট ১১৮টি পদ সৃজন ও অনুমোদন করা হয়েছে। বর্তমানে এ অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা (কর্মকর্তা/কর্মচারী) ২০১৮ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে একজন অতিরিক্ত সচিব কর্মরত আছেন। তাছাড়া দুইজন যুগ্ম সচিব পরিচালক হিসেবে এবং দুইজন উপ-পরিচালক প্রেষণে কর্মরত আছেন। তাছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীর ২৯ জন কর্মচারী অস্থায়ী ভাবে অধিদপ্তরে কর্মরত রয়েছেন।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন
২০১৭-২০১৮	২৭১.০৩	৪৭৮২.০০	১৭৫.৮৭	৪৬২১.০৬

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের সদ্য সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পঃ

২০১৬ এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিমণবর্ণিত ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছেঃ-

১। Classification of Wetlands of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত সকল জলাভূমির শ্রেণীবিন্যাস, জলাভূমির মাটির প্রকৃতি সনাক্তকরন,জলজ Fauna ও Flora চিহ্নিত করে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে এবং চুড়ান্ত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

২। Model Validation on Hydro-Morphological Process of the River System in the Subsiding Sylhet Haor Basin শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের নদীর গতি প্রকৃতির একটি Conceptual মডেল যাচাই করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৭। প্রকল্পটির চুড়ান্ত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

৩। Impact Assessment of Structural Intervention in Haor Ecosystem and Innovation for Solution. এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের হাওর অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক যে সব অবকাঠামো তৈয়ার করা হয়েছে, পরিবেশের ওপর তাদের প্রভাব নিরূপন করা হয়েছে এবং সম্ভাব্য সমাধানের সুপারিশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী, ২০১৬-ডিসেম্বর, ২০১৭। প্রকল্পটির চুড়ান্ত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পঃ

সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে দেশের হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলে নিমণবর্ণিত দুইটি সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছেঃ-

১। Study for Investigation of Groundwater and Surface Water Irrigation in Habiganj, Maulvibazar, Sylhet, Sunamganj, Netrokona and Kishorganj District এ ০৬টি জেলার হাওর এলাকার ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির বর্তমান অবস্থা নিরূপন এবং গাণিতিক মডেল প্রস্তুত করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিকৃত এলাকায় প্রাকৃতিক পানির যুক্তিযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হবে। প্রসঙ্গাবিত কর্মসূচীর বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর, ২০১৫-জুন, ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি ৭৩%।

২। Study of Interaction Between Haor and River Ecosystem Including Development of Wetland Inventory and Wetland Management Framework এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল জলাভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত এবং জলাভূমির ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তৈরী করা হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৫-জুন ২০২০ পর্যন্ত। অগ্রগতি ৭১%।

হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা এ ৭টি জেলার ২.০ কোটি জনগণের উন্নয়ন চাহিদার ভিত্তিতে প্রণীত হাওর পরিকল্পনায় ১৭টি সেক্টরে ১৫৪টি উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের ১৬টি মন্ত্রণালয়ের ৩৮টি সরকারী এজেন্সী/বিভাগ উক্ত মহাপরিকল্পনায় বর্ণিত প্রকল্পগুলো স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। উক্ত মহাপরিকল্পনার আলোকে ইতোমধ্যে ১৮টি সংস্থা ৫০টির অধিক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরম্ন করেছে।

হাওর মহাপরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উলেস্নখযোগ্য প্রকল্পগুলো নিম্নরূপ :

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিতব্যয় (লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন
১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়: **বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড :** **i) প্রকল্পের নাম:** হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যাবস্থাপনা ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প, (JICA অর্থায়নে, বাপাউবো অংশ), বাস্তবায়নকাল : ২০১৪-২০২২, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯৯৩৩৭.৭২।	কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার ২৯ টি হাওরে (১৫ টি পুনর্বাসন হাওর ও ১৪ টি নুতন হাওর) বন্যা ব্যবস্থাপনা ও কৃষিসহ আয় বর্ধক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।	ভৌত ৩২%
ii) প্রকল্পের নাম: হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: ২০১১-২০১৬, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭০৪০৭.৩৬।	৫২ টি হাওরে আগাম বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত করার ফলে ২,৮৯,৯১১ হে. জমির বোরো ফসল আগাম বন্যার কবল হতে রক্ষা পাবে। ৫২ টি হাওরের ডুবন্ত	ভৌত ১৭.৯০% প্রকল্পের মেয়াদ আরও ০২ বৎসর বৃদ্ধির প্রসঙ্গাব করা হয়েছে।

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিতব্যয় (লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন
	বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মানের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।	
<u>বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর:</u> **i) প্রকল্পের নাম :**Study for Investigation of Groundwater and Surface water Irrigation in Habiganj, Maulvibazar, Sylhet, Sunamganj, Netrokona and Kishorganj Distrccts. বাস্তবায়নকাল: ডিসেম্বর ২০১৫- জুন, ২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৪.৮১৯০	এ ০৬টি জেলার হাওর এলাকার ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির বর্তমান অবস্থা নিরূপণ এবং গাণিতিক মডেল প্রস্তুতকরণ। এ প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশকৃত এলাকায় প্রাকৃতিক পানির যুক্তিযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হবে।	৭৩%।
ii) প্রকল্পের নাম : Study of Interaction between Haor and River Ecosystem including Development of Wetland Inventory and Sustainable Wetland Management Framework. বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৫- জুন ২০২০ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৪৪০.৭০	দেশের সকল জলাভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত এবং জলাভূমির ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তৈরী করা হবে।	ভৌত ও আর্থিক ৭১%।
<u>যৌথ নদী কমিশন</u> **i) প্রকল্পের নাম :** Joint Study on Indian Proposed Tipaimukh Hydro-electric (multipurpose) Project বাস্তবায়নকাল : ২০১২-২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১.৮৫	ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী সমীক্ষা কার্যক্রম।	ভারত-বাংলাদেশ যৌথ Study Group এর ৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
২। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়: **<u>সড়ক ও জনপথ বিভাগ</u> :** **i) প্রকল্পের নাম :** উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ) প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল:২০১১-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৮১৭৩.২৫।	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অষ্টগ্রাম উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সড়কের দৈর্ঘ্য: ২১ কি:মি: । ডিসেম্বর/১৮ এর মধ্যে সমাপ্ত হতে পারে।	ভৌত ৯২.২৫% আর্থিক ৯০.৫৬%
ii) প্রকল্পের নাম : কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন সড়ক (চামড়াঘাট - মিঠামইন অংশ) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়নকাল: ২০১১-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩২৫২.৫৭। মোট ১৭ কি:মি: রাসত্মা।	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মিঠামইন উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। প্রকল্প সংশোধন করে ব্রীজ বাড়ানো হয়েছে। জুন/২০১৯ এ মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	ভৌত ৭০.৫৭% আর্থিক ৬৯.৩৩%
iii) প্রকল্পের নাম : ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, বাস্তবায়নকাল: ২০১৫-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৩৮৩৪.৭৪।	ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম উপজেলায় আন্ত:সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সড়কের দৈর্ঘ্য:২৯.১৫ কি:মি:, ১৮কি.মি. সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন হবে।	ভৌত ৯০.১১% আর্থিক ৯০.১১%
iv) প্রকল্পের নাম : মদন-খালিয়াজুরি সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মান এবং নেত্রকোনা-মদন-খালিয়াজুড়ি সড়কের ৩৭তম কিলোমিটারে বালাই নদীর উপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ, বাস্তবায়নকাল: ২০১৪-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯২৯৮.৬৪।	মদন ও খালিয়াজুরি উপজেলা দুইটি নেত্রকোনা জেলা সদরের সাথে সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। ৪.৮ কি:মি: রাস্তা ও অবশিষ্ট ব্রীজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ফেরী ঘাট তৈরি হবে। সময় বাড়ানো প্রয়োজন।	ভৌত ৮৮.০০% আর্থিক ৮৭.৭২%
v) প্রকল্পের নাম : দিরাই-শালম্না সড়ক উন্নয়ন	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দিরাই উপজেলার	ভৌত: ৭৬%

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিতব্যয় (লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন
প্রকল্প, বাস্তবায়নকাল : জুন ২০১০- জুলাই ২০১৭খ্রি। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১১৯৯০	সাথে শালম্না উপজেলার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। হাওরের উন্নয়নের সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় সমাপ্ত ষোষনা করা হয়েছে এবং ফিস পাস, বোট পাস ইত্যাদির ব্যবস্থা রেখে নতুনভাবে প্রকল্প প্রস্তুত করা হচ্ছে।	আর্থিক: ৭৪.১২% নতুনভাবে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
৩। স্থানীয় সরকার, পলম্নী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়: **<u>স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর</u>** **i) প্রকল্পের নাম :** Haor Infrastructure & Livelihood Improvement Project (HILIP), বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারী ২০১২- জুন ২০১৯, প্রাক্কলিতব্যয়: ১০৭৬৩২.০০।	সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও নেত্রকোনা জেলার রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট, বাজার উন্নয়ন, বিল উন্নয়ন, ঢেউয়ের কবল থেকে গ্রাম রক্ষা, খাল খনন ইত্যাদির উন্নয়ন করা। প্রকল্প মেয়াদ ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রসত্মাব করা হয়েছে।	ভৌত ৬৫.৭৪% আর্থিক ৬০.৬৬%
ii) প্রকল্পের নাম : Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project, (JICA Funded. LGED Part), বাস্তবায়নকাল: ২০১৪- ২০২২ প্রাক্কলিতব্যয়: ৮৮০.০০৬৪	বন্যা হতে ফসলের ক্ষতি হ্রাস, যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি এবং ১২১ কি:মি. উপজেলা সড়ক, ১৫৮ কি:মি. ইউনিয়ন সড়ক, ১৩৭কি:মি. গ্রামীণ সড়ক, ৭৮০ মি. ব্রীজ, ৮৬০ মি. কালভার্ট নির্মাণ, ২০০ কি:মি. অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন, ৩২০ কি:মি. নির্মাণকালীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন, ২২টি হাট নির্মাণ, ও ২৪টি ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এর আওতায় ১৫০ টি বিলের উন্নয়ন কাজ (অভয়আশ্রম ও জলজ উদ্ভিদ রক্ষা) এবং ২১০ কি:মি. বিল সংযোগ খাল খনন করা হবে।	ভৌত ৩১.০০% আর্থিক ২৯.৩০%
৪। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়: **<u>বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন:</u>** **i) প্রকল্পের নাম :** হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন, বাস্তবায়নকাল: ২০১৪-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬৪৪৩.০০।	নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব ও সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় মোট ৩টি মৎস্য অবতরনকেন্দ্র স্থাপন। মোহনগঞ্জে কাজের অগ্রগতি ৬০%। ভৈরব ও কিশোরগঞ্জের জমি এখনও পাওয়া যায় নি।রেলওয়ের জমি অধিগ্রহন সম্পন্ন হয়েছে।	ভৌত ৫০%
৫। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়: **<u>জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ:</u>** **i) প্রকল্পের নাম :** 3D Sysmic Survey Project of BAPEX বাস্তবায়নকাল: ২০১৩- ২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৪৭০০ ।	২৭০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় 3D সিসমিক সার্ভে	৭০%
৬। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়: **<u>বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন</u>** **i) প্রকল্পের নাম :** সুনামগঞ্জের টাংগুয়া হাওরে দায়িত্বশীল পর্যটন প্রবর্তন। বাস্তবায়নকাল: জুলাই,২০১৬- জুন, ২০১৭ প্রকল্পব্যয়: ১০০.০০ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে।	স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন।	ভৌত: ১০% আর্থিক: ১৩% ২ একর জমি পাওয়া গিয়েছে। IUCN এর মাধ্যমে সি সি টি এফ এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিতব্যয় (লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন
৭। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়: **<u>ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ</u>** **i) প্রকল্পের নাম :** উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল/নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১০- ডিসেম্বর ২০১৭ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৯০৬২	ফাইবার ক্যাবল/নেটওয়ার্ক স্থাপন	৭২%
৮। নৌ- পরিবহন মন্ত্রণালয়: **বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌপরিবহন কতৃপক্ষ:** i) অভ্যন্তরীন নৌ-পথের ৫৩ টি রম্নটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায় : ২৪টি নৌপথ)	নদী খনন এবং নেভিগেশন উন্নয়ন।	৩৫%
৯। খাদ্য মন্ত্রণালয়: **<u>খাদ্য অধিদপ্তর:</u>** **i) প্রকল্পের নাম :** Construction of 1.05 lakh M.T Capacity New Food Godowns. (1st Revised) প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৩- জুন ২০১৯ প্রকল্প ব্যয়: ৪০০৯১.০০	দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, খাদ্যশস্য মজুদকরণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দ্রম্নত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। প্রকল্পের মোট কাজের মধ্যে ৪২ টি গোডাউন তৈরি করার কাজ শেষ পর্যায়ে।	ভৌত: ২৭.৯০% আর্থিক: ২৩%
১১। কৃষি মন্ত্রণালয়: **<u>কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই):</u>** **i) প্রকল্পের নাম:** খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৩ - জুন, ২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৩৯৪৩.৯৬	ক) প্রাণিসম্পদ ও শ্রমিক সংকটের করণে কৃষক পর্যায়ে খামার যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই করা। খ) খামার পর্যায়ে লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শস্য অপচয় কমিয়ে আনা। হাওর অঞ্চলের কৃষকের জন্য ভুর্তকি ৭০% এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকের জন্য ৫০% ভুর্তকিতে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে।	ভৌত: ১) পাওয়ার টিলার ৮৭৪টি, ২) পাওয়ার থ্রেসার ৫৫০টি, ৩) রিপার ৬০টি, ৪) সিডার ৫৫টি, ৫) কম্বাইন হরভেষ্টার ৬টি। আর্থিক: ২৪৫.০০ (লক্ষ টাকা)
ii) প্রকল্পের নাম: সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচী, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৫৭৯৯.১৩ বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৩- ডিসেম্বর ২০১৮। নতুন phase এর জন্য প্রসত্মাব করা হয়েছে।	প্রধান উদ্দেশ্য: কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রামিত্মক কৃষি পরিবারের পুরম্নষ ও মহিলা সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। বিশেষ উদ্দেশ্য: ১) কৃষক মাঠ স্কুলে কৃষকদের প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা কৌশল বিষয়ে হাতে-কলমে শেখানো। ২) কৃষক সংগঠন তৈরি এবং সেবা প্রদানকারী সংস্থা, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী সংস্থা ও বাজার নিয়ন্ত্রকগনের সাথে সংযোগ স্থাপন। ৩। কৃষক নির্ভর সম্প্রারণ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের সংলাপকে জোরদার করা ।	ভৌত: ১) কৃষক মাঠ স্কুল স্থাপন -১৩০ টি (২) কৃষক সংগঠন তৈরী ১৯টি, (৩) কৃষক/কৃষক সংগঠনের নেতা প্রশিক্ষণ:১০৪জন (৪) কৃষক প্রশিক্ষণ/ বিএফপি প্রশিক্ষণ - ৪৭ জন (৫) ওরিয়েন্টেশন - ৯টি আর্থিক: ৮২৮২.২৩
iii) প্রকল্পের নাম: সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন প্রকল্প প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭৩০০.০০ বাস্তবায়নকাল: জুলাই,২০১৪- জুন ২০১৯।	উদ্দেশ্য: ১) কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও শস্যের নিবিড়তা ১৫-২০% বৃদ্ধি করা । ২) কৃষি যান্ত্রিককরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নের, কৃষক গ্রুপ গঠন ও গ্রুপের কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং বিদ্যমান শস্য বিন্যাসের মধ্যে উচ্চমূল্যের	ভৌত: ১.প্রদর্শনী- ১৩৭২টি, ২. কৃষক-কৃষাণী, এসএএও প্রশিক্ষণ ১৮৩ ব্যাচ, ৩. কৃষক গ্রুফ গঠন ১১৮টি, ৪. কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৪ ব্যাচ, ৫. কৃষি মেলা ৪টি, ৬. পাওয়া

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিতব্যয় (লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন
	ফসল ও স্বল্প পানি চাহিদার মাধ্যমে বহুমূখী শস্য আবাদ এলাকা বৃদ্ধি করা । ৩) বসতবাড়ী ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ফল, সবজি বাগান স্থাপন, মহিলা, ছাত্র ছাত্রী এবং জনসাধারণের মধ্যে পুষ্টি সচেতনা বৃদ্ধি করা । ৪) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে চর , হাওর ও দারিদ্র প্রবণ এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ।	টিলার বিতরণ ১১৮টি, ৭. হ্যান্ড স্প্রেয়ার বিতরণ ৭০৮টি, ৮. ফুট পাম্প ১১৮টি, ৯. এলএলপি বিতরণ ১৪৪টি, ১০. পাওয়ার স্প্রেয়ার ২৬টি, ১১. পাওয়ার থ্রেসার ১১৮টি। আর্থিক: ২৯১.২২
iv) প্রকল্পের নাম: হাওর এলাকায় পাট চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প , প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭০০.০০ বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৭- জুন ২০২০	১) হাওর এলাকায় পাটের আবাদ ৫% বৃদ্ধি। ২) উচ্চ ফলনশীল ও খাটো জাতের পাট চাষে উন্নত প্রযুক্তির বিসত্মার। ৩) প্রকল্প এলাকায় পাট চাষে দক্ষ জনবল সৃষ্টি।	ডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।
v) প্রকল্পের নাম: বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৯৫০০.৬২, বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৯।	১) দেশের তিনটি পাহাড়ী জেলাসহ উপকূলীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের অব্যবহৃত জমি ও বসতবাড়ীর পাশের জমিকে আধুনিক চাষাবাদের আওতায় এনে উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সমতল ভূমিতে অন্যান্য মাঠ ফসলের উৎপাদনের সুযোগ অক্ষুন্ন রাখা। ২) দেশীয় ও রপ্তানীযোগ্য ফসলে ক্লাস্টার/ক্লাবভিত্তিক উৎপাদন। বিদ্যমান হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং নতুন হর্টিকালচার স্থাপনের মাধ্যমে মানসম্পন্ন চারা কলম উৎপাদন বৃদ্ধি। ৩) উদ্যান ফসলের প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ৪) নারীর ক্ষমতায়ন, আয় বৃদ্ধি এবং উদ্যান বিষয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।	১) প্রদর্শনী ১৭০টি, ২) প্রশিক্ষণ ১৬৫ ব্যাচ, ৩) শিক্ষা সফর ২ ব্যাচ, (৪) ভূমি ও অবকাঠামো উন্নয়ন, ইত্যাদি।
<u>কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি বিপনন অধিদপ্তর :</u> **vi) প্রকল্পের নাম :** সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: মার্চ-২০১৫-জুন ২০১৯ প্রকল্প ব্যয়: ৭৪৮৫.০০	১) টেকসই কৃষি প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে অনাবাদী কৃষি জমি কাজে লাগিয়ে শস্যের নিবিড়তা ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিপনন ব্যবস্থার উন্নয়ন। ২) দক্ষ ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্প্রসারণের মাধ্যমে সবজি ও উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি। ৩) উন্নত জাত, মান সম্পন্ন বীজ, বালাই ব্যবস্থাপনা ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি।	ভৌত: ১) কৃষক প্রশিক্ষণ ১১১০ ব্যাচ, ২) সুফলভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ ৩০০ ব্যাচ, ৩) এসএএও প্রশিক্ষণ ১৯ ব্যাচ ৪) প্রদর্শনী স্থাপন ৭১৫০টি। ৫) মাঠ দিবস ২৮৯ টি। ৬) উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৮১টি ৭) কৃষি মেলা ৬৮টি ৮) কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩ ব্যাচ ৯) এক্সপোজার ভিজিট ৪ ব্যাচ ১০) কর্মশালা ৮টি। আর্থিক: ১২১৭.৬০
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন: **vii) প্রকল্পের নাম:** সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল:২০১৪-২০১৯, প্রাক্কলিতব্যয়: ১৩৮০৫.৯০।	ক. সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ/ভূপরিস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার করে অতিরিক্ত ১৪,৩৭৫ হে. জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণপূর্বক প্রতি বছর প্রায় ৮৬,২৫১ মে. টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন এবং ক) সেচযন্ত্রের ২০০ জন	ভৌত ৯২% আর্থিক ৭০%

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিতব্যয় (লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অর্জন
	মালিক/ম্যানেজার/চালক ফিল্ডম্যান ও ৪০০ জন কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে আত্নকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র দূরীকরণ।	
viii) প্রকল্পের নাম: ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল:২০১৫- ২০২০ প্রকল্প ব্যয়: ১১৮৭২.৭৪।	৩১০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা (২৫ কিউসেক ১০টি, ১২.৩ কিউসেক ১০টি, ১০টি, ১০ কিউসেক ১০টি এবং ৫০ কিউসেক ৫টি ফ্লোটিং পাম্প) তৈরীকরণ: ৩০টি হাইড্রোলিক স্ট্রকচার নির্মাণ, ১৩৩টি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ।	ভৌত ৯৪.০% আর্থিক: ৭৫%
ix) প্রকল্পের নাম: নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা, মদন, মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচী। বাস্তবায়নকাল: ২০১৪- ২০১৭ প্রকল্প ব্যয়: ৮০০.০০।	১০০০মি. ডুবন্ত বাধসহ রাসম্মা নির্মাণ করে আগাম পাহাড়ী ঢল থেকে ৮০০ হেক্টর বোরো ফসল রক্ষা করা এবং ৬০০ মি: নদী তীর রক্ষার কাজ	১০০% (সমাপ্ত)
x) প্রকল্পের নাম: কিশোরগঞ্জ জেলা ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯৯৯.০০	ক. খাল খনন/পুনঃখনন, ফসল রক্ষা বাধ নির্মাণ এবং সেচযন্ত্র ক্ষেত্রায়নের মাধমে ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে ১৬৬২৫ হে. জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান ও আগাম বন্যা হতে ফসল রক্ষা এবং ৪৯৮৭৫ মে.টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উৎপাদন করা। খ) আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সেচের পানির সাশ্রয়ী ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি। গ) যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে কমদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বিদ্যমান আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও বৈষম্য দূরীকরণ এবং দারিদ্র বিমোচন করা।	ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল: **xii) প্রকল্পের নাম:** এ্যাপিস্নকেশন অব জিআইএস ফর ফার্ম প্রডাক্টিভিটি এনহ্যান্সমেন্ট থ্রো ল্যান্ড সুইটিবিলিটি এসেসমেন্ট অব মেজর ক্রপিং প্যার্টান অব বাংলাদেশ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩৬.৭৫	ক) কোন ফসলের জন্য কোন এলাকা উপযোগী তা নির্ধারন করে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জিআইএস সফটওয়্যার ব্যবহার করে ডাটাবেজ তৈরি করা।	১০০%(সমাপ্ত)

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি জুন ২৪, ২০১৮ তারিখ এ সম্পাদিত হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী অধিদপ্তরের কার্যাবলীর সমেত্মাষজনক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ই-সেবা কার্যক্রম

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের নতুন ওয়েব সাইটের (www.dbhwd.gov.bd) মাধ্যমে অধিদপ্তরের কার্যাবলী, হিউম্যান চার্টার, হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা ইত্যাদি জনগনের জন্য উম্মুক্ত করা হয়েছে। অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে হাওর অঞ্চলের কৃষি, মৎস্য, আবহাওয়া-জলবায়ুসহ বিভিন্ন রকমের তথ্য সম্বলিত একটি Database আগ্রহী ব্যক্তিগণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত আছে।

জিআইএস ল্যাবরেটরি স্থাপন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি আধুনিক জিআইএস ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

জলাভূমি সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার উন্নয়ন ও হালনাগাদ করণ

হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত এবং হাওর অঞ্চলের জন্য ডাটাবেস প্রণয়ন সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের হাওর সমূহের তথ্যভান্ডার তৈরি করা হয়েছে। উহা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে। দেশের সমগ্র জলাভূমির তথ্যভান্ডার প্রস্তুতকরণে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০১৮ উদযাপন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ বিশ্ব জলাভূমি দিবস উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যানার, ফেষ্টুন, লিফলেট, পোষ্টার ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে।

জলাভূমি সংক্রান্ত সচেতনতামূলক তথ্যচিত্র প্রকাশ ও প্রচার

জলাভূমি সুরক্ষা ও সর্বোত্তম ব্যবহার বিষয়ে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাওর ও জলাভূমি বিষয়ে নির্মিত ডকুমেন্টারী বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার ও সভা সমাবেশে প্রদর্শন করা হয়েছে।

ছবিতে বাংলাদেশ হাওর জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম, ২০১৭-২০১৮ঃ

চিত্র- ১: Impact Assessment of Structural Intervention in Haor Ecosystem and Innovation for Solution প্রকল্পের অধীনে ২০ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে CIRDAP অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালা।

চিত্র-২: Impact Assessment of Structural Intervention in Haor Ecosystem and Innovation for Solution প্রকল্পের অধীনে অনুষ্ঠিত স্থানীয় কর্মশালা। স্থান : মোহনগঞ্জ উপজেলা মিলনায়তন, জেলা : নেত্রকোনা।

চিত্র-৩: বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস হতে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের ঐতিহাসিক সাফল্য উদ্যাপন উপলAĀ্য আয়োজিত র‍্যালিতে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণ।

চিত্র-৪: Study of Interaction Between Haor and River Ecosystem Including Development of Wetland Inventory and Wetland Management Framework সমীĀা প্রকল্পের ‘‘প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির’’ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ।